দৈনিক সংবাদ

MAR 18 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৬...

MAR 17 2002

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা উন্নয়নে কিছু কথা

শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারের সদিচ্ছার কোন অভাব কোন কালেই দেখা যায় না। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেটও রাখা হয়। অথচ সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নয়ন কতটুকু হলো তা মূল্যায়ন করে কে? শিক্ষা, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার আজ বেহাল অবস্থা। মাধ্যমিক শিক্ষার এক শ্রেণীর আমলাদের চরম গাফিলতির দরুণ মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তবমুখী কোন উন্নয়ন আশা করা যাচ্ছে না। একমাত্র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারাই তা উপলব্ধি করছেন। নতুন বছরের মার্চ মাস চলছে। এখনও দেশের অধিকাংশ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে না আছে প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা, না আছে সহকারী প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা। সহকারী শিক্ষক দ্বারা দায়সারা অবস্থায় বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। যা মাঝিহীন নৌকার মতো। ফলে বিদ্যালয়ে না আছে শৃঙ্খলা, না আছে সুষ্ঠু পাঠদান কার্যক্রম, না আছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। যা অভিভাবকগণ প্রত্যক্ষ করছেন। মার্চ মাস চললেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ই রীতিমতো পাঠদান কার্যক্রম আরম্ভ করতে পারছে না।

জেলার সার্বিক শিক্ষার উন্নয়নের দিকে তাকালে দেখা যায়, জেলার শিক্ষার গার্ডনর জেলা শিক্ষা অফিসার। অথচ দেশের অধিকাংশ জেলায় আজ জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার নেই। এদিকে পদোন্নতির যোগ্য শত শত সিনিয়র শিক্ষক পদোন্নতির আশায় শেষ পর্যন্ত পদোন্নতি ছাড়াই অবসর গ্রহণ করে চলে গেছেন, আজও চলে যাচ্ছেন। পদোন্নতি নামক সোনার হরিণটি তাদের ভাগ্যে জোটেনি। স্বেতনে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালন করার বিধান বিশ্বের কোন দেশেই নেই। একমাত্র আমাদের দেশেই এটা চালু আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সালে পদোন্নতির যোগ্য কিছুসংখ্যক সিনিয়র সহকারী শিক্ষককে স্বেতনে সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করেন। তারা ৩ বছরের অধিককাল যাবৎ স্বেতনে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালন করেও পরবর্তী পদোন্নতি তো দূরের কথা, বর্তমান পদেও এখনো পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না। তারা অধিকাংশ ইতোমধ্যে অবসর গ্রহণ করে চলে গেছেন। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? সিনিয়র সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি দিলে সরকারের বাড়তি কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না বরং সরকারের অর্থ সাশ্রয় হয়। অথচ বছরের পর বছর মাধ্যমিক স্তরের প্রশাসনিক পদগুলো শূন্য রাখা হচ্ছে। ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠে অমনোযোগী হচ্ছে আর নকলের প্রতি হচ্ছে মনোযোগী। এ যেন কর্তাব্যক্তিদের নীরব ষড়যন্ত্র। প্রবাদ আছে "কি করবে পাঁচে, টেনে নেয় দশে"। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে পদার্পণ করলে দেখা যায়, শিক্ষকদের বদলির বিষয়টিই যেন অধিদপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের আসল কাজ। সচেতন মহলের অভিমত, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে মাধ্যমিক স্তরের সকল প্রশাসনিক শূন্য পদ পূরণ করা উচিত। এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

মো. দেলোয়ার হোসেন
বিয়ানীবাজার, সিলেট।